

THINKS LIKE A P&G WOMAN

Ferdinando Frega - Nando the Scribe



P&G-এর নারীর মতো ভাবে

খবরটা যেদিন এল, সেদিন ছাব্বিশে জুন।

কেউ একজন, তাকে না চিনেই, তার অবস্থানের শরিক হয়েছিল।

Gillette-এর সিইও হিসেবে একজন নারীকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পর্তুগিজ-ব্রাজিলীয় বংশোদ্ভূত এক নারী।

Gillette-এর একশো তিরিশ বছরের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা।

উল্লেখ করার কিছু ছিল না। মন্তব্য করার কিছু ছিল না।

শুধু অপেক্ষা করা। আর ভরসা রাখা।

তার সিদ্ধান্তগুলো আসবে আগে প্রবৃত্তি আর স্বজ্ঞা থেকে, তারপর সেই যুক্তিনির্ভর, আবেগময়

বিচারবোধ থেকে, যা নারীরা ব্যাখ্যা করে না। তারা তা যাপন করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তারই প্রতীক: একজন পুরুষ যা পেতে পারে, তার সেরাটা।

কোনো ব্লেডের ভেতরে নয়, বরং গড়ে ওঠায়, নির্বাচিত হওয়ায়, পরীক্ষিত হওয়ায়, পুরোপুরি উপলব্ধ হওয়ায়।

আর রোজ সকালে এটা ঠিক করায় যে, ওই আচারে লেগে থাকাটা কেন জরুরি।

Gillette-এর মানুষ আছে, কারণ একজন পুরুষের কেমন হওয়া উচিত তা একজন নারী ঠিক করে দিয়েছিল।

জোর খাটিয়ে নয়। নিজের উপস্থিতি দিয়ে।

এমন একজনের নীরব কর্তৃত্ব দিয়ে, যে বাইরের চেহারা আর চরিত্রের তফাত করতে জানে।

সে-ই সেই মানদণ্ড, যাকে ছুঁতে ব্লেড চিরকাল চেষ্টা করে এসেছে।

প্রত্যেক GILLETTE-এর মানুষের পেছনের তিন নারী

Gillette-এর মানুষের পেছনে একজন নারী নেই। আছে তিনজন।

আর যে পুরুষই কখনও হাতে ব্লেড ধরেছে, সে তিনজনকেই সঙ্গে নিয়ে চলে।

যে নারী তাকে শিখিয়েছে।

তার মা। তার ঠাকুমা।

প্রথম নারী, যে তার হাতে একটা ব্লেড তুলে দিয়েছিল আর, মুখে বলে বা না বলে, জানিয়েছিল যে দুনিয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে একজন পুরুষ এটাই করে।

সে তাকে কৌশল শেখায়নি। শিখিয়েছিল অভিপ্রায়।

আচারটা তার নিজের হওয়ার আগে ছিল সেই নারীরই।

যে নারী দেখে।

তার সঙ্গিনী। তার স্ত্রী।

যে নারী লক্ষ করে সে দাড়ি কামিয়েছে কি কামায়নি, নজরদারি করেছে বলে নয়, বরং সে তাকে দেখে বলে।

লোকটা যে পুরুষ আর যে পুরুষ সে হতে চায়, এই দুইয়ের মাবের দূরত্ব মাপে একমাত্র তারই দৃষ্টি।

সে কখনও একটা কথাও বলে না। দরকার পড়ে না। ব্লেড আগে থেকেই জানে।

যে নারী সিদ্ধান্ত নেয়।

কেনার মুহূর্তের সেই নারী।

বাজারে Gillette-এর উপস্থিতির পঞ্চাশ বছর ধরে, মার্কিন ঘরে ঘরে কেনা বেশির ভাগ ব্লেড কিনেছে নারীরাই।

সে-ই ব্র্যান্ড বেছেছে। সে-ই পণ্য বেছেছে।

তার জীবনের পুরুষটির কাছে নিখুঁত হওয়ার মানে কী, তা সে-ই ঠিক করেছে।

বিপণনের নিশানা ছিল পুরুষ। সিদ্ধান্ত বরাবরই ছিল নারীর।

শেষ করতে গিয়ে, সেই ব্রাজিলীয় নারীর জন্য একটি দান, যিনি এখন Gillette-এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

শিকলের শেষ কড়িটির কাছ থেকে, যদিও সবটাই নির্ভর করে কে কোথায় শুরুটা দেখতে চায় তার ওপর।

গৌরব আর শক্তি ফিরে আসুক মা Gillette-এর কাছে।

আর এর সঙ্গে, স্লোগানে পরিণত হওয়া এক কাঠামোগত সত্য।

এমন এক দান, যা একজন মা তার মেয়েদের কোনো একজনের কাছ থেকে পেলে কদর করত:

GILLETTE-এর মানুষ। নারীদের মধ্যে শুধু সেরা।

লিপিকার নান্দো